JAN. 02 2002

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

হাজার হাজার শিক্ষক ৬/৭ মাসেও বেতন পাননি

রিটেনশন অর্ডার সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য এক আতংক

মোঃ আবদুর রহিম ॥ রিটেনশন অর্ডার সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য এক আতংক। এ অর্ডারের আবর্তে থেকে হাজার হাজার সরকারী প্রাথমিক শিক্ষককে বছরের ৬/৭ মাস বেতন না পেয়ে কাটাতে হচ্ছে এক দুর্বিষহ জীবন। রিটেনশন অর্ডারের আবর্তে পড়ে শিক্ষকরা ২০০১ সালে ৬/৭ মাস বেতন পাননি। বেতনের অভাবে ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন ৭ হাজারের বেশী শিক্ষক। শুধু তাই নয় দীর্ঘ সময় বেতন না পাওয়ার কারণে মানবেতর জীবন যাপন করছেন ভাগ্যাহত শিক্ষকদের পরিবারসমূহ। ৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

শিক্ষকদের আতঙ্ক

৮-এর পৃষ্ঠার পর

রিটেনশন অর্ডারের আবর্তে পড়ে ২০০১ সালের জুন মাস থেকেই বেতন বন্ধ হয়ে পড়েছিল এসব শিক্ষকদের। গত ৭ মাসেও তাদের উপর থেকে রিটেনশন অর্ডারের খড়্গ সরেনি। হাজার হাজার প্রাইমারী শিক্ষকদের উপর রিটেনশন অর্ডারের জট সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় এবং প্রচার মাধ্যমে রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও

তাদের দুর্ভোগের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। দেশের বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৭ হাজার ১৯০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯৯২ সালের স্মারক নং ৭/৫ ইং ৯২/২০৮/১(২)/২ শিক্ষা আদেশ বলে উন্নয়ন প্রকল্প থেকে অস্থায়ী রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর থেকে অস্থায়ী রাজস্ব খাতের সিদ্ধান্তের বদৌলতে প্রতিবছর রিটেনশন অর্ডার নামক এক জটিল দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত শিক্ষকগণ বেতন পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় নেয় কমপক্ষে ৬ মাস, অনেক সময় তারও বেশী। এ দীর্ঘ সময় এক মানবেতর অবস্থায় জীবনযাপন করতে হয় হাজার হাজার শিক্ষক পরিবারের। গত বছর (২০০১) এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

উল্লেখ্য, গণশিক্ষা বিভাগ ৭১৮৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকার পদ স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২০০১ সালের ২১ মে তারিখের সূত্র নং সম/স ও ব্য/টিম ৩(২) প্রাগবি ৫২/৯২ (অংশ-১) ৬৭ উল্লেখ করে ২০০১ সালের ২ জুলাই তারিখের স্মারক নং প্রাগবি/প্রশা/১০ এম-৩২/৯২ (অংশ-১)/ ২০০০/১৩০১-এর আদেশে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে পত্র প্রেরণ করেছে।